Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-06-2026 18:03 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩০ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৪ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭১ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

দুঃস্বপ্নের সাগরে! হরমুজে ১০৭ দিন ধরে আটকে ৫৬২ ভারতীয় নাবিক

'কেউ গুন্ডাগিরি করলে হোয়াটসঅ্যাপে জানান', ফের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

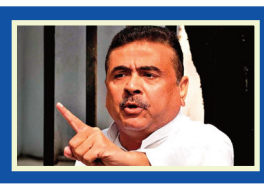

হরমুজের নিচে 'ঘুমন্ত দানব', প্রণালী খুললেই ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ! শঙ্কিত বিশ্ব

বর্ষার আগমন

নয়া জামানা ঃ পুরুলিয়া ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের বাকি অংশে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেছে। আগামি দুই-তিনদিনে ওই জেলাতেও পৌঁছে যাবে বর্ষা। তবে এখনই ভারী বৃষ্টি হবে না দক্ষিণে! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কলকাতা-সহ বাকি জেলায় গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে।অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

শিব শিবিরে ভাঙ্গন!

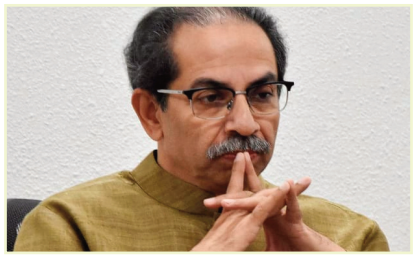

নয়া জামানা ঃ দল ভেঙে দুই ভাগ হয়েছিল আগেই। শিবসেনার (উদ্ধবের) সেই ভাঙা ঘরে ফের ভাঙনের ইঙ্গিত। রবিবার মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের ডাকা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিলেন না একাধিক সাংসদ। ফোন সুইচ অফ করে কার্যত বেপাত্তা হয়ে গেলেন তাঁরা। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কী উদ্ধবের দলে ফের ভেঙে এনডিএ-তে ভিড়তে চলেছেন দলের সাংসদরা।

বিজেপি নেতার গান্ধীগিরি

নয়া জামানা ঃ দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতা-প্রাক্তন বিধায়করা গ্রেপ্তার হয়েছেন। জনরোষের মধ্যে তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনাও সামনে আসছে বহু জায়গায়। এবার এক অভিনব প্রতিবাদ দেখা গেল এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের আচরণে। বিজেপি নেতার গান্ধীগিরি! ডিম ছুড়ে নয়, তৃণমূল কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ এক দলীয় কর্মীকে অমলেট খাওয়ানো হল কার্যত জামাই আদর করে! ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে।

২০ নয়, বিদ্রোহী সাংসদ ২২ জন!

জল্পনা বাড়িয়ে দাবি কাকলির

নয়া জামানা ঃ সোমবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার আগেই রবিবার বিদ্রোহী শিবিরের নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার দাবি করেছেন, তাঁদের সঙ্গে থাকা সাংসদের সংখ্যা এখন ২০ নয়, ২২।সূত্রের খবর, সোমবার বিদ্রোহী সাংসদরা লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের আলাদা ব্লক হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানাতে পারেন। তবে আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে ; আলাদা ব্লক ঘোষণা না করে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়রা নিজেদেরই 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি তুলতে পারেন।সেক্ষেত্রে লোকসভায় দলনেতা পদ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা হিসেবে প্রস্তাব করা হতে পারে। একই সঙ্গে মুখ্য সচেতক পদে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে বহাল রাখার আর্জি এবং বিরোধী শিবির থেকে সরিয়ে এনডিএ সাংসদদের পাশে আসন বরাদ্দের দাবিও জানানো হতে পারে।সোমবারের পদক্ষেপের আগে রবিবার রাতে দিল্লিতে নিজের বাড়িতে বিদ্রোহী সাংসদদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। নৈশভোজের আগে ঘরোয়া বৈঠকে রণকৌশল চূড়ান্ত করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই একে একে দিল্লি উড়ে যেতে দেখা গেছে তৃণমূল সাংসদদের। মালা রায়, দেব, সায়নী ঘোষরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি।প্রথমে প্রকাশ্যে আসা চিঠিতে ১৯ জন সাংসদের সই ছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দেব, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, শতাব্দী রায়, মালা রায়, আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান, কালীপদ সোরেন, পার্থ ভৌমিক, মিতালি বাগ, অরূপ চক্রবর্তী, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা সরকার, অসিত মাল এবং ইউসুফ পাঠান। পরে শনিবার এই শিবিরে যোগ দেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁকে ধরে সংখ্যা দাঁড়ায় ২০। তবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দাবি অনুযায়ী আরও দু'জন সাংসদ এই শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন, যদিও তাঁদের পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়।এই মুহূর্তে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং সাজদা আহমেদ।

ভবানী ভবনে অভিষেক

সই কাণ্ডে অভিষেক-কুণাল মুখোমুখি জেরা

নয়া জামানা ঃ রবিবার দুপুরে সই জাল কাণ্ডে দ্বিতীয়বারের মতো সিআইডি জেরার মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেলা ১২টায় ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছিল তাঁকে। সাড়ে ১১টার পর কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেলা ১১টা ৪৩ মিনিট নাগাদ সিআইডি সদর দপ্তরে পৌঁছন তিনি।ভবানী ভবনে পৌঁছে ছোট্ট একটি বিড়ম্বনায় পড়লেন অভিষেক। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকতে গেলে রিসেপশনে পরিচয়পত্র চাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর আইডি কার্ড তখনও গাড়িতেই পড়ে। পরে সহযোগী গাড়ি থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে এলে তা দেখিয়ে ভবনে প্রবেশ করেন সাংসদ।

এর আগে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্ধে ছ'টার আগেই ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছিলেন অভিষেক। সেদিন টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার পর রাত সাড়ে ১১টায় বেরিয়ে যান তিনি। তদন্তকারীদের একাধিক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় রবিবার ফের তলব করা হয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। বিশেষত রেজোলিউশনের আসল কপির অবস্থান নিয়ে তদন্তকারীরা এখনও অন্ধকারে। সেই উত্তর পেতেই ফের মুখোমুখি বসানো হয়েছে অভিষেককে।বৃহস্পতিবার রাতে ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা না বলে সরাসরি কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান অভিষেক। সেখানে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে রাতেই বৈঠক হয় তাঁর।শুধু অভিষেকই নন, এই একই মামলায় তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষকেও রবিবার দুপুর তিনটের পর ভবানী ভবনে ডাকা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করবেন তদন্তকারীরা।

এমনকি অভিষেক ও কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি না, সেই চর্চাও এখন জোরালো।অন্যদিকে অন্দর মহলের খবর, এই সই জাল কাণ্ডে তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকেও নোটিস দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। একের পর এক তৃণমূল নেতাকে এই তদন্তের আওতায় আনায় দলের অভ্যন্তরে এখন তীব্র চাপের পরিবেশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-06-2026 18:03 Page 2

ক্যানসারে যুগান্তকারী সাফল্য !

কেমোথেরাপিকে হার

মানাবে নতুন এই ওষুধ

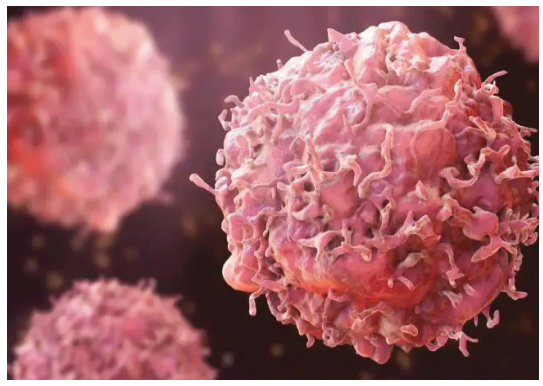

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রাণঘাতী ক্যানসার হিসেবে ধরা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই রোগের চিকিৎসায় মূল ভরসা ছিল কেমোথেরাপি। তবে এবার আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে আশার খবর। বিজ্ঞানীদের দাবি, ডারাক্স নরাসিব নামে একটি নতুন ওষুধ উন্নত পর্যায়ের অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কেমো থেরাপির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।গত এক দশকে জিনগত ত্রুটিকে লক্ষ্য করে তৈরি বিভিন্ন 'প্রিসিশন মেডিসিন' বা লক্ষ্যভিত্তিক ওষুধ অনেক ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় সাফল্য দেখিয়েছে। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য এতদিন অধরাই ছিল। কারণ, এই ক্যানসারের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জিনের ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিনকে লক্ষ্য করে কার্যকর ওষুধ তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে এই প্রোটিনকে 'আনড্রাগেবল' বলেই মনে করতেন।সম্প্রতি প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সেই ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। গবেষণার নেতৃত্বে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক জিভ ইউনবার্গ জানান, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় এতদিন কেবল ছোট ছোট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নতুন এই ওষুধ চিকিৎসায় বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।গবেষণায় প্রায় ৫০০ জন উন্নত পর্যায়ের অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী অংশ নেন। এঁদের সকলেরই প্রথম ধাপের চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর রোগীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একদলকে প্রতিদিন একবার ডারাক্সনরাসিব ট্যাবলেট দেওয়া হয়, অন্য দলকে চিকিৎসকদের নির্বাচিত কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। ছয়টি দেশের একাধিক চিকিৎসাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা চালানো হয়। ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। গবেষণায় দেখা যায়, নতুন ওষুধ গ্রহণকারী রোগীরা গড়ে প্রায় ১৩ মাস বেঁচে ছিলেন, যেখানে কেমোথেরাপি নেওয়া রোগীদের গড় বেঁচে থাকার সময় ছিল ৭ মাসেরও কম। অর্থাৎ নতুন ওষুধ মৃত্যুঝুঁকি প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম হয়েছে। শুধু বেঁচে থাকার সময়ই নয়, রোগ নিয়ন্ত্রণেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে। কেমোথেরাপি নেওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে গড়ে চার মাসের মধ্যেই ক্যানসার ফের বাড়তে শুরু করলেও, ডারাক্সনরাসিব গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে সেই সময় বেড়ে প্রায় সাত মাসে পৌঁছেছে। পাশাপাশি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রোগীর টিউমারের আকার কমেছে, যা কেমোথেরাপি নেওয়া রোগীদের তুলনায় অনেক বেশি। রোগীদের জীবনমানেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নতুন ওষুধ গ্রহণকারীদের ব্যথা ধীরে বেড়েছে এবং দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দীর্ঘদিন বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তবে ওষুধটি সম্পূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত নয়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ত্বকে র্যা শ, বমিভাব এবং মুখে ঘা-এর মতো সমস্যা দেখা গেলেও, গবেষকদের মতে এগুলি সাধারণত কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম গুরুতর এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। যদিও ওষুধটি আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের প্রক্রিয়া অতিক্রম করবে, তবুও এই গবেষণা ভবিষ্যতে প্রাণঘাতী এই ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

টিয়া পাখি খুঁজে দিলেই মিলবে

দশ হাজার টাকা পুরস্কার

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পোষ্যদের প্রতি মানুষের নিখাদ ভালোবাসা ও স্নেহের আরও একটি অনন্য নিদর্শন সামনে এলো উত্তর প্রদেশের মিরাটে। চার দিন ধরে নিখোঁজ নিজের আদরের তোতা পাখি 'মিঠ্লু'কে ফিরে পেতে এবার শহরের রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার লাগালেন আকাঙ্ক্ষা নামের এক পাখিপ্রেমী নারী। শুধু তাই নয়, তাঁর এই প্রিয় পোষ্যের সন্ধান যে দিতে পারবে, তাকে ১০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণাও করেছেন তিনি।মিরাটের প্রভাত নগরের বাসিন্দা আকাঙ্ক্ষা প্রায় চার বছর আগে এই তোতা পাখিটি কিনেছিলেন এবং পরিবারের সবাই ভালোবেসে তার নাম রেখেছিলেন 'মিঠ্লু'। ঘরের উঠোনে সে সাধারণত খে ালামেলাই ঘুরে বেড়াতো এবং আকাঙ্ক্ষার ১১ ও ১৫ বছর বয়সী দুই সন্তানের সঙ্গে খেলতো। এমনকি আকাঙ্ক্ষা কোথাও বাইরে গেলে মিঠ্লুকেও নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। মিঠ্লু তাঁর কাছে নিজের তৃতীয় সন্তানের মতোই ছিল।ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। আকাঙ্ক্ষা যখন তাঁর বাড়ির স্টোর রুম থেকে একটি পুরনো সিঁড়ি বের করছিলেন, তখ ন হঠাৎ সেটি হাত থেকে ফসকে সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়। সেই বিকট আওয়াজে মিঠ্লু ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং ওই সময়ে বারান্দার দরজা খোলা থাকায় সে ঘর থেকে বাইরে উড়ে চলে যায়। এরপর দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।প্রিয় পোষ্যকে হারিয়ে পুরো পরিবার এখন গভীরভাবে শোকাহত। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে মিঠ্লুর ছবিসহ নিখোঁজ সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর মিঠ্লুর খোঁজ এনে দিতে পারবেন বা তাকে সশরীরে ফিরিয়ে দেবেন, তাকে অত্যন্ত সম্মানপূর্বক এই ১০ হাজার টাকার পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। অবলা জীবের জন্য একটি পরিবারের এই ব্যাকুলতা ও আকুতি স্থানীয় মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে।

ভারতীয় সেনার গোঁফের

ক্ষেত্রেও তৈরি হল নির্দিষ্ট নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের পোশাক ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিতে বড় পরিবর্তন আনল। বহু যুগের অবশিষ্ট চিহ্ন ধাপে ধাপে সরিয়ে আরও ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেনা পরিচয় গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন ম্যানুয়ালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে। ১৭৪ পাতার এই নতুন নির্দেশিকা আগের সংস্করণের আট বছর পর প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পোশাকের সঙ্গে ব্যবহৃত সেরিমোনিয়াল পাউচ বেল্ট তুলে দেওয়া। এছাড়া কুচকাওয়াজে পরিদর্শনকারী আধিকারিকদের জন্য তলোয়ার বহন করাও এখন বাধ্যতামূলক নয়, বরং তা ঐচ্ছিক করা হয়েছে। নতুন ম্যানুয়ালে প্রথমবারের মতো সেনা অফিসারদের আনুষ্ঠানিক পোশাকের অংশ হিসেবে ক্লোজড-নেক বন্দি জ্যাকেট পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি ফুলহাতা শার্টের উপর পরা যাবে এবং এর সঙ্গে মানানসই ফরমাল ট্রাউজার ও বদ্ধ জুতো পরতে হবে। বন্দি জ্যাকেটটি গাঢ় ও বিশেষ রঙের হতে হবে এবং নেক হুক থাকলেও বা না থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও সেনার সব পদমর্যাদার সদস্যদের জন্য নতুন শীতকালীন পোশাক চালু হয়েছে। এই পোশাকে থাকবে অ্যাঙ্গোলা শার্ট, ব্যাটল জ্যাকেট এবং বেরেট। ম্যানুয়ালে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভারতের জাতীয় চেতনা ও সার্বভৌম পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন রীতি, পরিভাষা ও পোশাকের উপাদান ধাপে ধাপে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই রয়্যাল শব্দ-সহ একাধিক পুরনো ব্রিটিশ পরিভাষাও নতুন নিয়ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।তবে পাউচ বেল্ট সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু রেজিমেন্ট ও কোর;যেমন আর্মড কোর, মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি, রেজিমেন্ট অফ আর্টিলারি, রাইফেল রেজিমেন্ট, মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, জম্মু ও কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং কর্পস অফ সিগন্যালস-এর কর্নেল পদ পর্যন্ত অফিসাররা বিশেষ রেজিমেন্টাল অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।নতুন নির্দেশিকায় পোশাকের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ম জারি করা হয়েছে। সেনাকর্মীদের শরীরে ট্যাটু বা বডি পিয়ার্সিং সাধারণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। ইউনিফর্ম পরার সময় ব্রেসলেট পরা যাবে না। শুধুমাত্র পুজোর দিনে হাতে একটি পবিত্র সুতো রাখার অনুমতি রয়েছে। ধর্মীয় প্রতীক বা চিহ্নও সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, যদিও শিখ সেনাকর্মীদের জন্য বিশেষ ছাড় রাখা হয়েছে।গোঁফের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। গোঁফের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটারের বেশি হতে পারবে না।

বিখ্যাত এই সমুদ্রসৈকতে নিষিদ্ধ ছাতা !

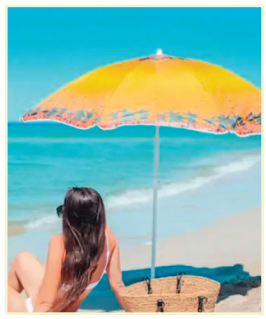

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলে রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা বা বিচ আমব্রেলা প্রায় সবারই প্রয়োজন হয়। ইতালির সার্ডিনিয়া দ্বীপের বিখ্যাত পুন্টা মোলেস্তিস বিচে অধিকাংশ ভ্রমণার্থীর জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিচ আমব্রেলা, তাঁবু এবং ছায়া দেওয়ার অন্যান্য সরঞ্জাম।এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে ২০২৬ সালের ৬ জুন থেকে। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সৈকতের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে।অত্যধিক ভিড়ের কারণে সৈকতের বালিয়াড়ি, গাছপালা এবং সংবেদনশীল উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে জানানো হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের সঙ্গে থাকা পরিবার এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরাই নির্দিষ্ট শর্তে ছাতা ব্যবহার করতে পারবেন। বাকি অধিকাংশ পর্যটক সৈকতে বড় ছাতা, টেন্ট বা গেজেবো নিয়ে যেতে পারবেন না।প্রশাসনের যুক্তি, আগে সৈকতে অসংখ্য ছাতা ও অস্থায়ী কাঠামো বসানোর কারণে চলাচলের জায়গা কমে যাচ্ছিল। কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত মানুষকে সরিয়ে নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার জন্য এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অনেক পর্যটক মনে করছেন, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ছাতা ছাড়া সমুদ্রের ধারে বসে থাকা কঠিন। শুধু ছাতা নিষিদ্ধ নয়, সৈকতে পর্যটকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও কিছু নিয়ম চালু করা হয়েছে। প্রবেশের ক্ষেত্রেও নতুন বিধিনিষেধ আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-06-2026 18:03 Page 3

ফের শুটআউট, স্বর্ণব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ! গয়না লুট

নয়া জামানা , রানিহাটি ঃ শনিবার রাতটা অন্য দিনের মতোই শেষ হওয়ার কথা ছিল। দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দিনের হিসেব মেলাচ্ছিলেন সাঁকরাইলের রানিহাটির স্বর্ণব্যবসায়ী চন্দন কাঁড়ার। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই পরিচিত রাত বদলে গেল আতঙ্কের ঘটনায়।তিনটি বাইকে চেপে আসা ছয় দুষ্কৃতী আচমকা ঘিরে ধরে তাঁকে। অভিযোগ, পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। ভাগ্যক্রমে কোনও গুলিই তাঁর শরীরে লাগেনি। একটি গুলি গিয়ে লাগে তাঁর বাইকে। প্রাণে বেঁচে গেলেও রক্ষা হয়নি ব্যাগের। মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ টাকাভর্তি ব্যাগ।ব্যবসায়ীর দাবি, ব্যাগে ছিল প্রায় ৭-৮ কেজি রুপোর গয়না, ১০০-১৫০ গ্রাম সোনার অলঙ্কার এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকা নগদ। ঘটনার আকস্মিকতায় কার্যত হতবাক হয়ে পড়েন তিনি।রানিহাটির ব্যবসায়ী মহলেও এই ঘটনা নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, এলাকায় এর আগে এমন দুঃসাহসিক হামলার নজির নেই। ফলে শুধু চন্দন কাঁড়ার নন, নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও।ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীরা আগে থেকে নজরদারি করেছিল কি না, কোন রুট ধরে পালিয়েছে, সব দিকই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

ছাগল চুরি করে মাংস বিক্রি,ধরা পড়তেই জনতার রোষে যুবক

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ পড়শির ছাগল চুরি করে সেই ছাগলের মাংস এলাকাতেই বিক্রি করার অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি শহরের হাসপাতাল পাড়ায়। রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগের তীর এলাকার এক যুবকের দিকে, যাকে স্থানীয়রা চেঙ্গু নামেই চেনেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই মাদকাসক্ত এবং এর আগেও এলাকায় একাধিক ছাগল ও পাঠা চুরির ঘটনার সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চেঙ্গুর বাড়ি দাসপাড়ায় হলেও সে হাসপাতাল পাড়ায় একটি মাংসের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত কয়েক মাসে হাসপাতাল পাড়া ও আশপাশের এলাকায় একাধিকবার ছাগল ও পাঠা চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোনও প্রমাণ না থাকায় কাউকে ধরতে পারেননি তাঁরা। তবে অনেকেরই সন্দেহ ছিল চেঙ্গুর উপর। ছাগলের মালিক এক মহিলা জানান, শনিবার ওই যুবক তার কাছে এসে ছাগলটি কেনার জন্য দরদাম করেছিল। কিন্তু তিনি ছাগল বিক্রি করতে রাজি হননি। এরপর শনিবার গভীর রাত বা রবিবার ভোরের কোনও এক সময়ে ছাগলটি চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। রবিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন, গোয়ালঘরে ছাগল নেই। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের খবর দেন। এরপর শুরু হয় ছাগল খোঁজার কাজ। এলাকাবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সেই সময় খবর আসে যে, শহরের ২ নম্বর রেলগুমটি এলাকার একটি বস্তিতে কয়েকজনের সঙ্গে বসে থাকতে দেখা গেছে চেঙ্গুকে। স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে তার খোঁজ পান। এরপর সন্দেহ আরও জোরালো হয়। তবে তখনই কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে কয়েকজন যুবক ও প্রতিবেশী গোপনে নজরদারি শুরু করেন। অভিযোগ, ভোরের আলো ফুটতেই চেঙ্গু হাসপাতাল পাড়ার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মাংস বিক্রি শুরু করে। এদিকে ছাগলের মালিক ও কয়েকজন প্রতিবেশী চেঙ্গুর বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালান। তাঁদের দাবি, সেখানে রক্তের দাগ, ছাগলের চামড়া এবং নাড়িভুঁড়ির কিছু অংশ উদ্ধার হয়। এই দৃশ্য দেখেই এলাকাবাসীদের সন্দেহ প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে চুরি হওয়া ছাগলটিই কেটে মাংস বিক্রি করা হচ্ছে। খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে বহু মানুষ জড়ো হন। অভিযোগ, এরপর জনতার রোষের মুখে পড়ে চেঙ্গু। ক্ষুব্ধ মানুষ তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র-চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,হাবড়া ঃ রবিবার সকালে হাবড়া থানার অন্তর্গত কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠে এল একটি সন্দেহজনক ব্যাগ। প্রথমে বিষয়টিকে সাধারণ ঘটনা বলেই মনে হলেও ব্যাগ খুলতেই চোখ কপালে ওঠে সকলের। ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পুকুরপাড়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন। পরে খবর দেওয়া হয় হাবড়া থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাবড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।কে বা কারা ওই ব্যাগে করে অস্ত্র এনে পুকুরে ফেলে রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে
এলাকাজুড়ে। এদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে এখনও কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

চোর সন্দেহে গণপিটুনি, কেরলের বাসিন্দার মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৭

নয়া জামানা,কুলতলি ঃ চোর সন্দেহে এক ভিনরাজ্যের ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কেরলের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির। পুলিশ ইতিমধ্যেই সাতজনকে গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে দু'জন নাবালক।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি কেরলের বাসিন্দা। তিনি কুলতলির সানকিজাহান এলাকার এক পরিচিতের বাড়িতে এসেছিলেন। কাজের সূত্রে স্থানীয় এক বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। গত মঙ্গলবার সকালে তিনি স্থানীয় একটি বাজারে যান। এলাকার রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় ভুলবশত অন্য একটি পাড়ায় ঢুকে পড়েন।
স্থানীয়দের দাবি, অপরিচিত ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা না জানার কারণে তিনি নিজের পরিচয় বা সেখানে আসার কারণ স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেননি। এরপরই তাঁকে চোর সন্দেহে আটক করে কয়েকজন গ্রামবাসী। অভিযোগ, দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁর উপর ব্যাপক মারধর চালানো হয়। ঘটনার একটি ভিডিওও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুলতলি থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দু'জন নাবালক রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মৃত ব্যক্তির পূর্ণ পরিচয় এবং ঘটনার নেপথ্যের সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়ির গেটে বিজেপি নেতার ব্যানার, তৃণমূল কর্মীদের প্রবেশে না

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ বাড়ির সামনে ব্যানার টাঙিয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা মানস কুমার দে। বর্ধমান শহরের শাঁকারিপুকুর এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির ৪ নম্বর নগর মণ্ডলের সহ-সভাপতি মানসবাবুর বাড়ির গেটে লাগানো ওই ব্যানার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।ব্যানারে তিনি উল্লেখ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কর্মী বা সমর্থকের জন্য বিজেপিতে কোনও স্থান নেই। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক অনুরোধ নিয়ে তাঁরা যেন তাঁর বাড়িতে না আসেন এবং বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করেও কোনও লাভ হবে না বলেও ব্যানারে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে বিব্রত না করার আবেদনও করা হয়েছে। মানস কুমার দে দাবি করেছেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর থেকে বহু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক বিভিন্ন অনুরোধ নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেই কারণেই তিনি এই ব্যানার টাঙানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে দলের কর্মীদের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর পর অনেকেই যোগাযোগ করছেন, কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন তাঁদের দলে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলেই তিনি মনে করেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, বিজেপির রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই এই অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রচারের কৌশল বলে দাবি করেছে। তৃণমূল নেতা দেবু টুডুর অভিযোগ, রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপিই বিভিন্নভাবে তৃণমূল কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং ভয় দেখিয়ে দলবদলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-06-2026 18:03 Page 4

হ্যামিল্টন সাহেবের ‘গোসাবা’ প্রকল্প

সুন্দরবনের বুকে এক টুকরো ইউরোপ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাসের পাতায় স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এবং তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প গোসাবা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এটি কেবল একটি দ্বীপের উন্নয়নের গল্প নয়, বরং এটি ছিল শোষিত গ্রামবাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির এক অনন্য মডেল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকটি আজ পর্যটকদের কাছে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত হলেও, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটি ছিল এক দুর্গম, বাদা ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঘেরা জনশূন্য এলাকা। এই পরিত্যক্ত ভূমিকে এক আদর্শ জনপদে রূপান্তর করেছিলেন এক স্কটিশ ব্যবসায়ী; স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। ১৮৮০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন ‘ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি’ কোম্পানির অংশীদার হিসেবে। ব্যবসায়িক সাফল্যে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হলেও তাঁর মন পড়ে থাকত বাংলার অবহেলিত গ্রামগুলোতে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সাহস ও উদ্ভাবনী চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো তাঁর প্রবর্তিত নিজস্ব মুদ্রা। ১৯২৪ সালে তিনি গোসাবায় নিজস্ব নোট ছাপান। এই নোটগুলো ছিল আসলে এক টাকার ‘প্রমিসরি নোট’।

গোসাবা পত্তন ও হ্যামিল্টনের দর্শন

হ্যামিল্টন সাহেব বিশ্বাস করতেন, ভারতের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণে। ১৯০৩ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সুন্দরবনের প্রায় ১০,০০০ একর জমি (গোসাবা, সাতজেলিয়া এবং রাঙাবেলিয়া দ্বীপ) ইজারা নেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে কোনো জমিদার বা মহাজনের শোষণ থাকবে না। তিনি বলেছিলেন, আনুষই সম্পদ, টাকা নয়দ। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিজমি তৈরি করেন এবং মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর থেকে ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে এসে বসতি স্থাপন করান। তিনি তাঁদের জমি দেন, কিন্তু কোনো খাজনা বা ঋণের জালে জড়াতে দেননি।

সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৯২৪)

হ্যামিল্টন সাহেবের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল ভারতে আধুনিক সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ১৯২৪ সালে তিনি গোসাবায় একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গরিব চাষিরা মহাজনদের উচ্চ সুদের ঋণের জালে আটকে সর্বস্বান্ত হয়। এই শৃঙ্খল ভাঙতে তিনি তৈরি করেন ‘গোসাবা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক’। এর মাধ্যমে তিনি চাষিদের কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এটি কেবল একটি ব্যাংক ছিল না, এটি ছিল একটি গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র। তিনি সমবায় ভিত্তিতে ধান ভানার কল, তেলের কল এবং বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

নিজস্ব মুদ্রা বা ‘গোসাবা কারেন্সি’

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সাহস ও উদ্ভাবনী চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো তাঁর প্রবর্তিত নিজস্ব মুদ্রা। ১৯২৪ সালে তিনি গোসাবায় নিজস্ব নোট ছাপান। এই নোটগুলো ছিল আসলে এক টাকার ‘প্রমিসরি নোট’। এই নোটের গায়ে লেখ া থাকত; গোসাবার ভেতরে এই কাগজটি মুদ্রার মতোই ব্যবহার করা যেত। এটি করার উদ্দেশ্য ছিল গোসাবার মূলধনকে স্থানীয় এলাকার মধ্যেই রাখা এবং ব্রিটিশ মুদ্রার ওপর নির্ভরতা কমানো। মজার বিষয় হলো, ব্রিটিশ সরকার এই কাজে তাঁকে বাধা দেয়নি, কারণ তারা দেখেছিল এই ব্যবস্থার ফলে গোসাবার অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হ্যামিল্টন সাহেবের বন্ধুত্ব

হ্যামিল্টন সাহেবের এই গ্রামীণ অর্থনীতির মডেলে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে পল্লী পুনর্গঠনের কাজ করছিলেন। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে হ্যামিল্টন সাহেবের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় আসেন। কবি সেখানে তিন দিন ছিলেন। তিনি এখানকার সমবায় ব্যবস্থা, চাষিদের স্বনির্ভরতা এবং হ্যামিল্টনের দূরদর্শিতা দেখে অভিভূত হন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হ্যামিল্টন সাহেব যা করে দেখিয়েছেন, তা পুরো ভারতের জন্য এক অনুপ্রেরণা। আজও গোসাবায় হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলোর পাশে রবীন্দ্রনাথের থাকার স্মৃতি বিজড়িত ঘরটি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।কখনও গোসাবা ভ্রমণে গেলে, হ্যামিল্টন সাহেবের সেই বাংলো এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটি অবশ্যই দেখবেন, যা এই নীরব বিপ্লবের কথা মনে করিয়ে দেবে।

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

হ্যামিল্টন কেবল অর্থব্যবস্থা নিয়েই কাজ করেননি, তিনি মানুষের মেধা বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি গোসাবায় স্কুল তৈরি করেন এবং চাষিদের জন্য আধুনিক কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর একটি বিশেষ নিয়ম ছিল; যারা এই দ্বীপে বাস করবে, তাদের কোনো নেশা করা চলবে না এবং নিরক্ষর থাকা চলবে না। তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সুন্দরবনের বাঘ আর সাপের সঙ্গে লড়াই করে যারা বেঁচে থাকত, তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

হ্যামিল্টনের স্বপ্নের বর্তমান অবস্থা

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ১৯৩৯ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী এই কাজ কিছুদিন চালিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারি স্তরে উদ্যোগের অভাব এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে হ্যামিল্টনের সেই সমবায় বিপ্লব অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘হ্যামিল্টন ট্রাস্ট’ আজও রয়েছে। গোসাবার হ্যামিল্টন হাই স্কুল এবং তাঁর সেই বাংলো বাড়িটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রমাণ করে যে

সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ কেবল ব্রিটিশ সরকার ছিল না, হ্যামিল্টনের মতো কিছু মহৎ প্রাণ মানুষের অবদানও অনস্বীকার্য।

গ্রামীণ ভারতে নিজস্ব মুদ্রা বা বিকল্প অর্থনীতির সফল প্রয়োগ গোসাবা থেকেই শুরু হয়েছিল।

সুন্দরবনের মানুষের কাছে হ্যামিল্টন সাহেব কোনো ব্রিটিশ শাসক ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন ত্রাতা।

অথচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বললেই আমরা অনেক সময় পিছিয়ে পড়া বা নোনা জলের দেশ ভাবি। কিন্তু এই জেলারই একটি প্রান্তে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন একশ বছর আগে এমন এক আধুনিক ও শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা আজও পৃথিবীর যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের কাছে গবেষণার বিষয় হতে পারে। সুন্দরবনের কাদামাখা মানুষের হাতে আত্মসম্মান আর স্বনির্ভরতার অস্ত্র তুলে দেওয়ার সেই কাহিনি বাংলার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। কখনও গোসাবা ভ্রমণে গেলে, হ্যামিল্টন সাহেবের সেই বাংলো এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটি অবশ্যই দেখবেন, যা এই নীরব বিপ্লবের কথা মনে করিয়ে দেবে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।